দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সংস্কার উদ্যোগ, ২০২৫-২০২৭

পাইলট উদ্যোগ:
হাওর অঞ্চলে দায়িত্বশীল পর্যটন পাইলট প্রকল্প: পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষায় টেকসই সমাধান

Reform Initiative Ownership (RIO)

A Co-creation of 118th Senior Staff Course

Bangladesh Public Administration Training Centre

Managing Knowledge for Improved Performance

সবিনয় নিবেদন

ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত নতুন বাংলাদেশে সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডে লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। নাগরিকদের জন্য উন্নত সেবা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড যুগধর্মী প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করেছে।

সকল পর্যায়ের অংশীজনদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া ও মতবিনিময় করে প্রাপ্ত বহুমাত্রিক সংস্কার প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের অন্যতম Artifact হিসেবে নিজ দপ্তরের সংস্কার উদ্যোগকে এক জায়গায় কোডিফিকেশন করা হয়েছে (মডিউল ৬)। এছাড়াও পাইলটিং হিসেবে আগামী তিন মাসে বাস্তবায়নযোগ্য একটি উদ্যোগের কর্ম-পরিকল্পনা ডিজাইন করা হয়েছে (মডিউল ৭)।

এ কর্মপ্রয়াস ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের Knowledge - Skills - Attitude (KSA) থিমের অধীনে গৃহীত নানামুখী উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত একটি ফসল (output)। সময়াবদ্ধ সংস্কারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিনীত

আবু সেলিম মাহমুদ-উল হাসান
পরিচালক (যুগ্মসচিব), বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
প্রশিক্ষণার্থী, ১১৮ তম সিনিয়র স্টাফ কোর্স, বিপিএটিসি

পার্ট ১ :
সংস্কারের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

- প্রেক্ষাপট
- বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র
- বর্তমান বাহ্যিক চিত্র

পার্ট ২ :
সংস্কার উদ্যোগসমূহ

- প্র্যাক্টিস রিফর্ম
- প্রসেস রিফর্ম
- স্ট্রাকচারাল রিফর্ম
- পলিসি রিফর্ম

পার্ট ৩ :
একটি সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা

- কোথায়, কখন, কীভাবে বাস্তবায়িত হবে
- উদ্যোটি টেকসইকরণের কৌশল হবে

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের পর্যটন খাত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে, তবে বর্তমান পর্যটন সেবা, অবকাঠামো এবং ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এর ফলে পর্যটকদের আকর্ষণ এবং সেবার মানে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি) নানা সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়ন করেছে, যা পর্যটন খাতের উন্নয়ন এবং সেবার মান বৃদ্ধি করবে। এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে রয়েছে ট্যুরিজম পলিসি সংস্কার, ট্যুরিজম দক্ষতা উন্নয়ন, পর্যটন সুরক্ষা নীতিমালা, এবং বিনিয়োগ প্রণোদনা নীতি, যা দেশের পর্যটন খাতকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করবে এবং পর্যটকদের জন্য একটি নিরাপদ এবং টেকসই পরিবেশ তৈরি করবে।

১. প্র্যাক্টিস রিফর্ম (Practice Reform)

১.১ ডেটা চালিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া

প্রেক্ষাপট:

পর্যটনের উন্নয়নের জন্য গৃহীত সিদ্ধান্ত পর্যাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে না হলে কাঙ্খিত সুফল পাওয়া যায়না। এজন্য পর্যটনের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও এর ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগ্রহণের একটি প্র্যাকটিস ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করতে হবে।

তথ্য সংগ্রহ:

পর্যটন খাতের বিভিন্ন দিক (যেমন—পর্যটক প্রবাহ, ব্যয়, পছন্দ, স্থানিক প্রবণতা ইত্যাদি) সম্পর্কে সঠিক এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

তথ্য বিশ্লেষণ:

বড় ডেটা এবং এনালিটিক্যাল টুলস ব্যবহার করে পর্যটন খাতের বিভিন্ন সমস্যা, চাহিদা এবং সুযোগ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হবে।

ডেটা-চালিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ:

বিটিবি যে কোনো নতুন প্রকল্প, নীতিমালা বা পরিকল্পনা গ্রহণের আগে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্যাপ্ত এবং বিশ্লেষিত তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। ডেটা চালিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হলে, পর্যটন খাতে সঠিক ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হবে, যা বাংলাদেশের পর্যটন খাতের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন এবং টেকসই সেবা নিশ্চিত করবে।

সহযোগিতা:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডেটা বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠান ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান।

নির্দেশক:

তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের পরিমাণ।

সূচক:

পর্যটন খাতের তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যবহারের সংখ্যা ডেটা চালিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন নীতি ও প্রকল্প।

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: ৬ মাস (অক্টোবর ২০২৫- মার্চ ২০২৬)

১.২ টার্গেটেড মার্কেটিং ক্যাম্পেইন

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের ইন-বাউন্ড ট্যুরিজম খাতে কিছু নির্দিষ্ট মার্কেট রয়েছে, যা পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ৫-৭টি মূল মার্কেট চিহ্নিত করে, এসব মার্কেটকে টার্গেট করে মার্কেটিং চালানো হবে।

মার্কেট চিহ্নিতকরণ:

বিশ্বব্যাপী পর্যটন প্রবণতা অনুযায়ী, ভারত, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, চীন, এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পর্যটকদের টার্গেট করা হবে।

টার্গেটেড মার্কেটিং:

প্রতিটি মার্কেটের চাহিদা অনুযায়ী কৌশল তৈরি করা হবে, যেমন—ভাষা ভিত্তিক ক্যাম্পেইন, ডিজিটাল মার্কেটিং, এবং গন্তব্যে পর্যটক পাঠানোর জন্য চুক্তি।

নির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক প্রচারণা:

জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য যেমন কক্সবাজার, সুন্দরবন, কুয়াকাটা প্রভৃতির জন্য আলাদা প্রচারণা চালানো হবে।

এই প্রচারণার মাধ্যমে, নির্দিষ্ট মার্কেট থেকে পর্যটকদের আগমন বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের পর্যটন স্থানগুলোর বৈশ্বিক পরিচিতি বৃদ্ধি হবে।

সহযোগিতা:

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্যুর অপারেটরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আটাব)।

নির্দেশক:

টার্গেটেড মার্কেটিং কার্যক্রম।

সূচক:

নির্দিষ্ট মার্কেট থেকে আগত পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি
পৃথক পর্যটন স্থানগুলোর প্রচারের পরিমাণ

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: ২ বছর (অক্টোবর ২০২৫- সেপ্টেম্বর ২০২৭)

১.৩ চাহিদাভিত্তিক ও মানসম্পন্ন হসপিটালিটি প্রশিক্ষণ

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের হসপিটালিটি খাতে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মী সংকট রয়েছে, যার ফলে পর্যটকদের সেবায় মানের অভাব দেখা যায়। আবার প্রতি বছর হসপিটালিটি খাতে কতজন কর্মীর প্রয়োজন হবে সেই চাহিদাও আগে থেকে জানা থাকেনা ফলে প্রশিক্ষণ নিয়েও অনেকে নিয়োগ পায়না। একটি নিড বেজড (চাহিদাভিত্তিক) প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম তৈরি করা হবে যা হসপিটালিটি সেবার প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। এর মাধ্যমে হসপিটালিটি কর্মীরা চাহিদাভিত্তিক উন্নত প্রশিক্ষণ পাবে যা তাদের কর্মস্থলে প্রযোজ্য। একইসাথে বছরভিত্তিক কর্মী চাহিদা নিরূপন করে তার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণার্থী নির্ধারণ করা হবে । এ ছাড়া, প্রশিক্ষণ কোর্সের মান বাড়ানোর জন্য আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করে সেমিনার, কর্মশালা এবং হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে, যা কর্মীদের পারফরম্যান্স উন্নত করবে।

সহযোগিতা:

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, হসপিটালিটি ও বেসরকারী খাত, দাতা সংস্থা।

পাইলটিং:

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট।

নির্দেশক:

হসপিটালিটি কর্মীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

সূচক:

প্রশিক্ষিত কর্মীর সংখ্যা
কর্মীদের সেবা দক্ষতার উন্নতি

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: ২ বছর (অক্টোবর ২০২৫- সেপ্টেম্বর ২০২৭)

১.৪ টেকসই ও দায়িত্বশীল পর্যটন চর্চা উৎসাহিতকরণ

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশে স্থানীয় পর্যটন খাতের উন্নতি ঘটলেও সঠিক পরিকল্পনা ও সচেতনতার অভাব থাকায় পরিবেশ ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। যথেচ্ছ পর্যটন কার্যক্রমের কারণে প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশ, এবং স্থানীয় জীবনযাত্রার মান হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। এজন্য টেকসই পর্যটন চর্চা অপরিহার্য। একটি শক্তিশালী টেকসই ও দায়িত্বশীল পর্যটন নীতি এবং প্র্যাকটিস চালু করতে হবে যাতে পর্যটকদের স্থানীয় পরিবেশ ও সমাজের ওপর কম প্রভাব পড়ে।

এজন্য, সরকার, স্থানীয় জনগণ এবং বেসরকারি খাতের সহায়তায় টেকসই পর্যটন চর্চা চালু করার জন্য একটি বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। এর মধ্যে, পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের জীবনমান উন্নয়ন,

পুনঃব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্র ব্যবহার এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটন পদ্ধতি প্রচারের ওপর জোর দেওয়া হবে।

সহযোগিতা:

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সংশ্লিষ্ট এনজিও, আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা।

পাইলটিং:

সুনামগঞ্জের হাওর এলাকা।

নির্দেশক:

টেকসই পর্যটন নীতির বাস্তবায়ন।

সূচক:

পরিবেশবান্ধব পর্যটন কার্যক্রমের সংখ্যা
স্থানীয় সম্প্রদায়ের সমর্থন এবং অংশগ্রহণের পরিমাণ

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: ১ বছর (অক্টোবর ২০২৫-সেপ্টেম্বর ২০২৬)

১.৫ পাবলিক-প্রাইভেট ডায়ালগ ফোরাম

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের পর্যটন খাতে সরকারি এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে কার্যকরী যোগাযোগের অভাব রয়েছে, যার কারণে অনেক সময় পর্যটন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হয় না। সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে একটি পাবলিক-প্রাইভেট ডায়ালগ ফোরাম প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই ফোরামটি সরকারি নীতিনির্ধারক, পর্যটন ব্যবসায়ী, হোটেল ও রিসোর্ট মালিক, ট্যুর অপারেটর, এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ তৈরি করবে।

ফোরামের মাধ্যমে উন্মুক্ত আলোচনা, পর্যটন উন্নয়ন বিষয়ক সমস্যা সমাধান এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সহজতর করা হবে। এতে সরকারি এবং বেসরকারি খাত একে অপরের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারবে এবং যৌথ উদ্যোগে

সহযোগিতা:

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও এসোসিয়েশন, বেসরকারি খাত, আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা।

নির্দেশক:

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব।

সূচক:

ফোরামের কার্যকরী আলোচনা এবং সমন্বয়ের সংখ্যা
বাস্তবায়িত যৌথ উদ্যোগের সংখ্যা

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: ৬ মাস (এপ্রিল ২০২৬- সেপ্টেম্বর ২০২৬)

১.৬ পর্যটন এলাকাভিত্তিক ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ড্রিল

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের পর্যটন এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নিরাপত্তাজনিত সমস্যা অথবা অন্যান্য অপ্রত্যাশিত সংকটের সময়ে কার্যকরী সাড়া দেওয়ার সক্ষমতা এখনও সীমিত। পর্যটন স্থলগুলোতে অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন, যাতে পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা যায় এবং পর্যটকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়।
এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পর্যটন এলাকায় সংকট ব্যবস্থাপনা মহড়া আয়োজন করা হবে। এতে স্থানীয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, পর্যটন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং জরুরি সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে একটি সুসংগঠিত পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। মহড়ার মাধ্যমে কর্মকর্তারা

অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হবেন এবং পর্যটকদের সুরক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

সহযোগিতা:

সুরক্ষা বিভাগ, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, জরুরি সেবা সংস্থা, পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন।

পাইলটিং:

সাজেক, রাঙ্গামাটি।

নির্দেশক:

সংকট ব্যবস্থাপনা প্রস্তুতি।

সূচক:

পরিচালিত মহড়ার সংখ্যা
মহড়ায় অংশগ্রহণকারীর দক্ষতার উন্নতি

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: ৩ মাস (অক্টোবর ২০২৫- ডিসেম্বর ২০২৬)

১.৭ ইন্টার‍্যাকটিভ ট্যুরিজম অ্যাপ

প্রেক্ষাপট:

বর্তমান যুগে পর্যটকদের জন্য সঠিক তথ্য এবং সেবা সহজে প্রবেশযোগ্য করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের পর্যটন স্থানগুলোতে পর্যটকরা মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে ব্যর্থ হন, যেমন—স্থানীয় আকর্ষণ, খাবারের জায়গা, পরিবহন ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সেবা। এই কারণে, একটি ইন্টার‍্যাকটিভ ট্যুরিজম অ্যাপ তৈরি করা হবে যা পর্যটকদের রিয়েল-টাইম তথ্য প্রদান করবে এবং তাদের সফরকে আরও সহজ, নিরাপদ ও আনন্দদায়ক করে তুলবে।

এই অ্যাপটি পর্যটকদের স্থানীয় আকর্ষণ, হোটেল রিজার্ভেশন, পর্যটন স্থানগুলোর অপারেশনাল সময়, রেস্টুরেন্টের তথ্য, পরিবহন সেবা, এবং জরুরি যোগাযোগ নম্বর সরবরাহ করবে। এর মাধ্যমে পর্যটকরা সহজেই তথ্য খুঁজে পাবেন এবং তাদের সফরটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে পারবেন। অ্যাপটি স্থানীয় ভাষা, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় ব্যবহার উপযোগী থাকবে, যাতে বিদেশী পর্যটকরাও এর সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।

সহযোগিতা:

যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, প্রযুক্তি কোম্পানী, স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ী সংগঠন।

নির্দেশক:

ট্যুরিজম অ্যাপের ব্যবহার।

সূচক:

অ্যাপ ডাউনলোডের সংখ্যা
অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে পর্যটকদের সেবা প্রাপ্তির পরিমাণ

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: ৬ মাস (নভেম্বর ২০২৫-ডিসেম্বর ২০২৬)

১.৮ সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের মাধ্যমে প্রচারণা এবং পর্যটন উন্নয়নের জন্য পার্টনারশিপ

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে সোশাল মিডিয়া একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম, যা পর্যটন উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশে ইনবাউন্ড ও স্থানীয় পর্যটনের উন্নয়ন এবং দেশকে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের কাছে পরিচিত করার জন্য সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের সাহায্য নিতে হবে। এই ইনফ্লুয়েন্সাররা তাদের ফলোয়ারদের মাধ্যমে বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণগুলো প্রচার করবে, যা দেশের পর্যটন খাতকে বৈশ্বিক পর্যায়ে তুলে ধরবে।

সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের মধ্যে যারা পর্যটন নিয়ে কাজ করে এবং সোশাল মিডিয়ায় যাদের দেশে-বিদেশে ফলোয়ার আছে ও গ্রহণযোগ্যতা

আছে এমন ইনফ্লুয়েন্সারদের সাথে পার্টনারশিপ চুক্তি করা হবে। এই চুক্তির আওতায় তার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম যেমন ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব, টিকটক ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের অনুসারীদের সামনে বাংলাদেশের পর্যটন স্থানগুলো তুলে ধরবে। এতে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পর্যটকদের আগমন বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশের পর্যটন খাত উন্নতি লাভ করবে।

সহযোগিতা:

সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার, পর্যটন খাতের ব্যবসায়ী সংগঠন, আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা।

নির্দেশক:

সোশাল মিডিয়া প্রচারণার কার্যক্রম।

সূচক:

ইনফ্লুয়েন্সারের মাধ্যমে প্রচারের রিচ (পৌঁছানো)
আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আগমন বৃদ্ধি

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: ১ বছর (ডিসেম্বর ২০২৫-নভেম্বর ২০২৬)

১.৯ ট্যুরিস্ট ডাটাবেস-ড্যাশবোর্ড

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের পর্যটন খাতে বিদেশি পর্যটকদের আগমন, উদ্দেশ্য, অবস্থানকাল এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি সুশৃঙ্খল সিস্টেমের অভাব রয়েছে, যা পর্যটন খাতের বিশ্লেষণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনাকে প্রভাবিত করছে। এই সমস্যা সমাধানে, একটি লাইভ ড্যাশবোর্ড তৈরি করা হবে যা বিদেশি পর্যটকদের তথ্য সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করবে।

ড্যাশবোর্ডে থাকবে:

বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা ও ধরণ:
বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা, জাতীয়তা এবং আগমনের কারণ (ভ্রমণ, ব্যবসা, চিকিৎসা, শিক্ষা)।

পর্যটনের উদ্দেশ্য:
পর্যটকের আগমনের উদ্দেশ্য (ভ্রমণ, ব্যবসা, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি)।

অবস্থানকাল:
পর্যটকরা কতদিন বাংলাদেশে অবস্থান করছে এবং কোথায় (হোটেল, রিসোর্ট, প্রাইভেট রেসিডেন্স)।

অ্যাক্সেস ও আপডেট সিস্টেম:
লাইভ ড্যাশবোর্ডে তথ্য প্রদান ও আপডেটের সুবিধা থাকবে, যা পর্যটন সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ (ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ, হোটেল/মোটেল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ব্যাংক) ব্যবহার করতে পারবে।

এই ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে পর্যটন খাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা সঠিকভাবে তৈরি করা সম্ভব হবে।

সহযোগিতা:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ, হোটেল/মোটেল/রিসোর্ট কর্তৃপক্ষ, এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বাংলাদেশ ব্যাংক, দাতা সংস্থা।

নির্দেশক:

পর্যটকের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।

সূচক:

বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা এবং অবস্থানকাল
লাইভ ড্যাশবোর্ডে তথ্য আপডেটের পরিমাণ

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: ৬ মাস (নভেম্বর ২০২৫- এপ্রিল ২০২৬)

১.১০ ট্যুরিজম জব ফেয়ার আয়োজন এবং ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট গ্রাজুয়েটদের সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ উৎসাহিতকরণ

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের পর্যটন খাতে দক্ষ কর্মী প্রয়োজন, তবে পর্যাপ্ত এবং প্রশিক্ষিত কর্মী সংকট রয়েছে, বিশেষ করে ট্যুরিজম এবং হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে গ্রাজুয়েটদের জন্য চাকরির সুযোগ সীমিত। ফলে অনেক ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট গ্রাজুয়েটরা তাদের দক্ষতা অনুযায়ী চাকরি পাচ্ছেন না। এই সমস্যার সমাধানে নিয়মিতভাবে ট্যুরিজম জব ফেয়ার আয়োজন করা হবে, যেখানে পর্যটন খাতের চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি গ্রাজুয়েটদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

এছাড়াও, ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট গ্রাজুয়েটদের সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ প্রক্রিয়া উৎসাহিতকরণের জন্য বিভিন্ন কর্মশালা, সেমিনার এবং নেটওয়ার্কিং সেশন আয়োজন করা হবে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রাজুয়েটদের জন্য চাকরির সুযোগের পরিসর বৃদ্ধি করা হবে এবং নিয়োগকারীদের জন্য আরো সহজ হবে মেধাবী কর্মী বাছাই করা। এছাড়া, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের ওয়ান-স্টপ সার্ভিস পোর্টালে পর্যটন খাতে নিয়োগ প্রত্যাশী গ্রাজুয়েট ও নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা হবে। এই উদ্যোগ পর্যটন খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং পর্যটন খাতে দক্ষ মানবসম্পদ বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত কার্যকরী হবে।

সহযোগিতা:

সংশ্লিষ্ট সরকারী-বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, পর্যটন খাতের সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহ, বিডি জবসের মত প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা।

পাইলটিং:

ঢাকা বা চট্টগ্রাম।

নির্দেশক:

গ্রাজুয়েটদের জন্য চাকরির সুযোগ তৈরি
নিয়োগকারীদের জন্য কর্মী নির্বাচনের সুবিধা

সূচক:

নিয়োগ পাওয়া গ্রাজুয়েটদের সংখ্যা
ওয়ান-স্টপ সার্ভিস পোর্টাল ব্যবহারের হার

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: চলমান

২. প্রসেস রিফর্ম (Process Reform)

২.১ ওয়ান-স্টপ সার্ভিস পোর্টাল

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে বাংলাদেশের পর্যটন খাতে বিভিন্ন সেবা পাওয়ার জন্য পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি একাধিক অফিসে যাওয়া বা বিভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। এর ফলে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া জটিল এবং সময়সাপেক্ষ হয়ে থাকে, যা পর্যটন খাতে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করে। এই সমস্যার সমাধানে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের একটি ওয়ান-স্টপ সার্ভিস পোর্টাল তৈরি করা হবে, যেখানে পর্যটন সংশ্লিষ্ট সকল সেবা এক জায়গায় পাওয়া যাবে।

এই পোর্টালের মাধ্যমে ট্যুর অপারেটর, ট্যুর গাইড, ট্রাভেল গ্রুপ এবং অন্যান্য পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন তাদের প্রয়োজনীয় সেবা যেমন—রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান, অনুমোদন, এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম সহজে করতে পারবেন। এই পোর্টালে অন্যান্য সুবিধার পাশাপাশি পর্যটন খাতে নিয়োগ প্রত্যাশী ও নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেও সমন্বয় ঘটানো হবে। পোর্টালটি ব্যবহারকারীদের জন্য সহজ এবং সুরক্ষিত হবে, যাতে তারা অনলাইনে প্রয়োজনীয় তথ্য এবং সেবা দ্রুত এবং কার্যকরীভাবে পেতে পারেন।

এই সিস্টেমের মাধ্যমে পর্যটন খাতের ডিজিটালাইজেশন বাড়ানো হবে এবং সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া আরও সাশ্রয়ী, দ্রুত এবং স্বচ্ছ হবে।

সহযোগিতা:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, পর্যটন খাতের সংশ্লিষ্ট সংস্থা।

নির্দেশক:

পর্যটন সেবার ডিজিটালাইজেশন।

সূচক:

পোর্টাল ব্যবহারকারীর সংখ্যা (পর্যটন সেবা প্রাপ্তির জন্য লগইন/পোর্টাল ভিজিটের সংখ্যা)।

পোর্টালের মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স প্রদান এবং অনুমোদন কার্যক্রমের সংখ্যা।

অনলাইনে সেবা প্রাপ্তির সময়ের গড় হ্রাস।

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: ৬ মাস (নভেম্বর ২০২৫-এপ্রিল ২০২৬)

২.২ কন্টিনিউয়াস ইম্প্রুভমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি) কর্তৃক প্রদত্ত সেবাগুলোর মান বৃদ্ধি এবং পর্যটন খাতে উন্নয়ন সাধন করার জন্য একটি সুসংগঠিত ও কার্যকরী কন্টিনিউয়াস ইম্প্রুভমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক প্রয়োজন। বর্তমান ব্যবস্থায়, পর্যটন সেবা এবং বিটিবির কার্যক্রমে অংশীজনদের প্রতিক্রিয়া বা ফিডব্যাক যথাযথভাবে সংগ্রহ করা হয় না, যার ফলে বিটিবির সেবার মান ও উন্নয়ন কার্যক্রম সঠিকভাবে পর্যালোচনা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

এই প্রস্তাবিত ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে, বিটিবি এবং তার সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন, যেমন—ট্যুর অপারেটর, হোটেল মালিক, ট্যুর গাইড, পর্যটক, এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নিয়মিত ফিডব্যাক সংগ্রহ করা হবে। ফিডব্যাকগুলো বিভিন্ন মাধ্যম যেমন—বিটিবির ওয়েবসাইট, ইন্টার‍্যাকটিভ অ্যাপ, সরাসরি এবং অনলাইনে গ্রহণ করা হবে। এই তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে বিটিবি তার সেবা এবং কার্যক্রমের মান উন্নত করতে পারবে।

এছাড়া, ফিডব্যাক গ্রহণের পর সেগুলো নিয়মিতভাবে মনিটর করা হবে এবং ফিডব্যাকের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ফিডব্যাক প্রদানকারীকে সেই ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হবে, যাতে তিনি জানেন তার মন্তব্যের ভিত্তিতে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে বিটিবি তার সেবা গুণগতভাবে উন্নত করতে এবং পর্যটন খাতে আরও কার্যকরী উদ্যোগ নিতে পারবে।

সহযোগিতা:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, সংশ্লিষ্ট ট্যুরিজম প্রতিষ্ঠান, ইন্টার‍্যাকটিভ অ্যাপ ডেভেলপাররা, দাতা সংস্থা।

নির্দেশক:

ফিডব্যাক সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।

সূচক:

ফিডব্যাক সংগৃহীত সদস্যের সংখ্যা (ট্যুর অপারেটর, গাইড, হোটেল মালিক, পর্যটক)।
ফিডব্যাকের ভিত্তিতে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের সংখ্যা।
সেবার মানে উন্নতির প্রতি অংশগ্রহণকারীদের মনোভাবের পরিবর্তন।

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: ৩ মাস (অক্টোবর ২০২৫-ডিসেম্বর ২০২৫)

২.৩ ইভেন্ট ক্যালেন্ডার প্রণয়ন ও প্রচারণা

প্রেক্ষাপট:

দেশের পর্যটন খাতের উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য একটি সুসংগঠিত ইভেন্ট ক্যালেন্ডার তৈরি করা হবে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি) এই ক্যালেন্ডারটি প্রস্তুত করবে এবং তা দেশের ভিতরে এবং বাইরে ব্যাপকভাবে প্রচার করবে।

ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত ইভেন্টগুলো প্রতিবছর একই সময়ে এবং একই জায়গায় নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হবে। এতে ইভেন্টগুলোর স্থায়ী পরিচিতি তৈরি হবে এবং পর্যটকদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সূচি তৈরি হবে, যা তাদের আগমনের পরিকল্পনা সহজ করবে। এই নিয়মিত ইভেন্টগুলো থেকে নিয়মিত পর্যটকগ্রুপ তৈরি হবে, যারা প্রতি বছর সেই একই সময়ে ঐসব ইভেন্টে অংশ নিতে আসবে।
দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধর্মীয় স্থাপনা, আচার-অনুষ্ঠান, দেশীয় ঐতিহ্যবাহী খাবার, আদিবাসী জনগণের বৈচিত্র্য, কক্সবাজার ও কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত, সুন্দরবন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্থানগুলোর থিমের উপর ভিত্তি করে ইভেন্ট ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করা হবে প্রচার করা হবে। এই ইভেন্টগুলো আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে সহায়ক হবে এবং বাংলাদেশের পর্যটন খাতের উন্নয়নে অবদান রাখবে।
এই প্রস্তাবিত ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে, বিটিবি এবং তার সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন, যেমন—ট্যুর অপারেটর, হোটেল মালিক, ট্যুর গাইড, পর্যটক, এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নিয়মিত ফিডব্যাক সংগ্রহ করা হবে। ফিডব্যাকগুলো বিভিন্ন মাধ্যম যেমন—বিটিবির ওয়েবসাইট, ইন্টার‍্যাকটিভ অ্যাপ, সরাসরি এবং অনলাইনে গ্রহণ করা হবে। এই তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে বিটিবি তার সেবা এবং কার্যক্রমের মান উন্নত করতে পারবে।

সহযোগিতা:

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, পর্যটন সংশ্লিষ্ট সংগঠন ও এসোসিয়েশন, আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা।

নির্দেশক:

পর্যটন ইভেন্টের আয়োজন।

সূচক:

আয়োজিত ইভেন্টের সংখ্যা ও অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
ইভেন্টের প্রচারের মাধ্যমে পর্যটকদের আগমন বৃদ্ধি
ইভেন্ট ক্যালেন্ডারের পরিচিতি বৃদ্ধি

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: ইভেন্ট ক্যালেন্ডার ৩ মাস (জানুয়ারী ২০২৬-মার্চ ২০২৬), প্রচারণা ১ বছর (মার্চ ২০২৬-ফেব্রুয়ারী ২০২৭)

২.৪ বিষয়ভিত্তিক ট্যুরিজম ডাটাবেজ নির্মাণ, সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশে বিষয়ভিত্তিক পর্যটন যেমন ইকো ট্যুরিজম, গ্রিন ট্যুরিজম, হালাল ট্যুরিজম, ব্লু ট্যুরিজম এবং হোমস্টের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবে এ বিষয়ে সঠিক তথ্য এবং শিক্ষামূলক উপকরণের অভাব রয়েছে। এই সমস্যা সমাধানে একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরি করা হবে, যা পর্যটন, উদ্যোক্তা, ব্লগার, ইনফ্লুয়েন্সার ও গবেষকদের জন্য তথ্যভান্ডার হিসেবে কাজ করবে।

ডাটাবেজে থাকবে:

ইকো ট্যুরিজম:
পরিবেশবান্ধব স্থান, প্রকৃতি সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য সম্পর্কিত তথ্য।

গ্রিন ট্যুরিজম:
পরিবেশবান্ধব গন্তব্য এবং সেবার তথ্য।

হালাল ট্যুরিজম:
মুসলিম পর্যটকদের জন্য হালাল খাবার, উপাসনার স্থান ও ধর্মীয় সুবিধা।

ব্লু ট্যুরিজম:
সমুদ্র সৈকত, নদীভিত্তিক পর্যটন ও জলজ পরিবেশ সম্পর্কিত তথ্য।

হোমস্টে:
স্থানীয় সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা ও আদিবাসীদের সাথে সম্পর্কিত তথ্য।

এছাড়া, শিক্ষামূলক উপকরণ ও প্রশিক্ষণ ম্যাটেরিয়াল থাকবে, যা পর্যটন শিল্পে অংশগ্রহণকারীদের জন্য উপকারী হবে। এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী পর্যটন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত সামগ্রী দ্রুত এবং সহজে পাবে।

সহযোগিতা:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় প্রশাসন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ব্লগার এবং ইনফ্লুয়েন্সাররা।

নির্দেশক:

বিষয়ভিত্তিক পর্যটন সেবা ও তথ্য প্রদান।

সূচক:

ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত বিষয়ভিত্তিক তথ্যের সংখ্যা
ডাটাবেজ ব্যবহারকারীর সংখ্যা (পর্যটক, উদ্যোক্তা, ব্লগার)
তথ্যের আপডেট এবং নতুন বিষয়ভিত্তিক সেবার অন্তর্ভুক্তির গড় সময়

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: ১ বছর (জানুয়ারী ২০২৬-ডিসেম্বর ২০২৬)

২.৫ ট্যুরিজম হটলাইন ও ইন্টার‍্যাকটিভ অ্যাপ চালু

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের পর্যটন খাতের উন্নতির জন্য পর্যটকদের নিরাপত্তা, তথ্য সরবরাহ, এবং জরুরি সেবা প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে, পর্যটকদের সেবা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সিস্টেমের অভাব রয়েছে। এই সমস্যার সমাধান করতে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক ট্যুরিজম হটলাইন চালু করা হবে, যা দেশের সকল পর্যটন এলাকার জন্য সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান করবে।

এই হটলাইনের মাধ্যমে পর্যটকরা তাদের যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি, নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়, পর্যটন স্থানগুলোর তথ্য, পরিবহন, আবাসন ইত্যাদি সম্পর্কিত সাহায্য পাবেন। হটলাইনটি ২৪/৭ চালু থাকবে, যাতে পর্যটকরা যেকোনো সময় সহায়তা পেতে পারেন। এছাড়া, একটি ইন্টার‍্যাকটিভ অ্যাপ চালু করা হবে যা এই হটলাইনের সাথে সংযুক্ত থাকবে। অ্যাপটি পর্যটকদের রিয়েল-টাইম তথ্য, সেবা, জরুরি যোগাযোগ নম্বর, নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং অন্যান্য সেবা সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করবে।

এই সিস্টেমে বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট পুলিশ এর সাথে সংযুক্ত থাকবে, যাতে পর্যটকদের নিরাপত্তা এবং সহায়তা নিশ্চিত করা যায়। একইভাবে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর ও এই সিস্টেমে সংযুক্ত থাকবে যেন পর্যটন এলাকায় নারী বা বিষেশ চাহিদা সম্পন্ন পর্যটকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করা যায়।

এই হটলাইন এবং ইন্টার‍্যাকটিভ অ্যাপ পর্যটকদের জন্য একক সেবা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে এবং তাদের অভিজ্ঞতাকে আরও সুরক্ষিত এবং সহজ করবে।

সহযোগিতা:

বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট পুলিশ, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, দাতা সংস্থা।

নির্দেশক:

পর্যটকদের জন্য জরুরি সেবা।

সূচক:

হটলাইনে গৃহীত কলের সংখ্যা (জরুরি সাহায্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত)
অ্যাপের মাধ্যমে পর্যটকদের সেবা গ্রহণের পরিমাণ
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতি পর্যটকদের সন্তুষ্টি সূচক

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: ১ বছর (অক্টোবর ২০২৫-সেপ্টেম্বর ২০২৬)

২.৬ ট্যুর অপারেটর ও ট্যুর গাইডদের বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা ও বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার প্রশিক্ষণ

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের পর্যটন খাতের উন্নয়নে ট্যুর অপারেটর এবং ট্যুর গাইডদের দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা হলে, পর্যটকদের সেবা প্রদান আরও উন্নত এবং কার্যকরী হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে, ট্যুর অপারেটর ও গাইডদের জন্য পর্যাপ্ত বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা এবং বিভিন্ন ভাষায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই, যা পর্যটন সেবা উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

এই সমস্যার সমাধানে, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটকে কাজে লাগিয়ে ট্যুর অপারেটর এবং ট্যুর গাইডদের জন্য একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম চালু করা হবে। এই প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের মাধ্যমে, তাদেরকে বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা (যেমন—ইকো ট্যুরিজম, গ্রিন ট্যুরিজম, হালাল ট্যুরিজম, ব্লু ট্যুরিজম, হোমস্টে ইত্যাদি) সম্পর্কে গভীর ধারণা প্রদান করা হবে, যাতে তারা পর্যটকদের সঠিকভাবে গাইড করতে পারেন এবং তাদের অভিজ্ঞতা আরও উন্নত হয়।

এছাড়া, বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় ভাষাগুলো (যেমন—ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, স্প্যানিশ, চাইনিজ ইত্যাদি)। ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, গাইডরা বিদেশি পর্যটকদের সঙ্গে আরও সহজভাবে যোগাযোগ করতে পারবেন, যা পর্যটকদের সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করবে।

এই প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামটি বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট কর্তৃক পরিচালিত হবে এবং এটি পর্যটন খাতের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক পর্যটকদের জন্য সেবার মান উন্নত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এই হটলাইনের মাধ্যমে পর্যটকরা তাদের যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি, নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়, পর্যটন স্থানগুলোর তথ্য, পরিবহন, আবাসন ইত্যাদি সম্পর্কিত সাহায্য পাবেন। হটলাইনটি ২৪/৭ চালু থাকবে, যাতে পর্যটকরা যেকোনো সময় সহায়তা পেতে পারেন। এছাড়া, একটি ইন্টার‍্যাকটিভ অ্যাপ চালু করা হবে যা এই হটলাইনের সাথে সংযুক্ত থাকবে। অ্যাপটি পর্যটকদের রিয়েল-টাইম তথ্য, সেবা, জরুরি যোগাযোগ নম্বর, নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং অন্যান্য সেবা সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করবে।

সহযোগিতা:

পর্যটন খাতের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও এসোসিয়েশন, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বিএমইটি।

নির্দেশক:

পর্যটন গাইড ও অপারেটরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

সূচক:

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গাইড ও ট্যুর অপারেটরের সংখ্যা।

বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য গৃহীত সেশন এবং ভাষা প্রশিক্ষণ কর্মশালার সংখ্যা।

প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী গাইডদের আন্তর্জাতিক পর্যটকদের সঙ্গে যোগাযোগের দক্ষতা উন্নয়ন।

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: ২ বছর (নভেম্বর ২০২৫-অক্টোবর ২০২৭)

৩. স্ট্রাকচারাল রিফর্ম (Structural Reform)

৩.১ আঞ্চলিক অফিস স্থাপন

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি) দেশের পর্যটন খাতের উন্নয়ন এবং কার্যক্রমকে আরও সুসংহত ও কার্যকরী করার জন্য আঞ্চলিক অফিস স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বর্তমানে বিটিবি দেশের ৬টি বিভাগীয় এবং ৬টি জেলা পর্যায়ে অফিস খোলার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে, প্রতিটি বিভাগীয় এবং জেলা পর্যায়ে বিটিবির কার্যক্রম আরও নিবিড়ভাবে পরিচালনা এবং পর্যটন সংক্রান্ত তথ্য ও সেবা প্রদান সহজতর হবে।

এই প্রস্তাবটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং বর্তমানে অর্থ বিভাগের বিবেচনাধীন রয়েছে। অর্থ বিভাগ এবং সচিব কমিটির চূড়ান্ত অনুমোদনের পর, আঞ্চলিক অফিস খোলার কাজ শুরু হবে। এই অফিসগুলো দেশে পর্যটন খাতের বিভিন্ন কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ, সেবা প্রদান এবং পর্যটকদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

আঞ্চলিক অফিসগুলো স্থাপন হলে, তা স্থানীয় পর্যায়ে পর্যটন সেবার মান উন্নয়ন, পর্যটন স্থানগুলোর প্রচারণা, স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সহায়তা এবং পর্যটকদের জন্য সহজতর সেবা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সহযোগিতা:

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, লেজিসলেটিভ বিভাগ, স্থানীয় প্রশাসন।

নির্দেশক:

আঞ্চলিক পর্যায়ে কার্যক্রমের সম্প্রসারণ।

সূচক:

স্থাপিত আঞ্চলিক অফিসের সংখ্যা
প্রতিটি অফিস থেকে সরবরাহিত সেবা ও তথ্যের পরিমাণ
আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে পর্যটন সেবার মানে বৃদ্ধি

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: চূড়ান্ত অনুমোদনের পর ৬ মাসের মধ্যে

৩.২ গবেষণা ও উন্নয়ন সেল স্থাপন

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের পর্যটন খাতের উন্নয়ন ও বিকাশ, নতুন পর্যটন আকর্ষণের সৃষ্টি, বিষয়ভিত্তিক পর্যটন উন্নয়ন এবং বিটিবির সেবার মান ও পরিধি বৃদ্ধির জন্য একটি গবেষণা ও উন্নয়ন সেল স্থাপন করা হবে। এই সেলটি পর্যটন খাতে নতুন ধারণা, কৌশল, এবং নীতিমালা প্রণয়ন করবে, যা দেশের পর্যটন খাতের উন্নতিতে সহায়তা করবে।

গবেষণা ও উন্নয়ন সেলটি ট্যুরিজম বোর্ড এর কেন্দ্রীয় অংশ হিসেবে কাজ করবে এবং এটি একাডেমিক গবেষণা, অভ্যন্তরীণ পর্যটন উন্নয়ন, এবং নতুন পর্যটন বাজার নিয়ে গবেষণা করবে। সেলের কার্যক্রমের মধ্যে থাকবে:

নতুন পর্যটন আকর্ষণ তৈরি করা, যেমন—প্রাকৃতিক স্থান, ঐতিহাসিক স্থান, সাংস্কৃতিক স্থান ইত্যাদি।

বিষয়ভিত্তিক পর্যটন যেমন—ইকো ট্যুরিজম, গ্রিন ট্যুরিজম, হালাল ট্যুরিজম ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নয়ন।

সেবার মান বৃদ্ধির জন্য গবেষণা এবং উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন করা।

বিশ্ববিদ্যালয় ও একাডেমিক প্রতিষ্ঠান এর সঙ্গে পার্টনারশিপ তৈরি করা,

যেখানে বিশেষজ্ঞগণ এবং গবেষকরা পর্যটন খাতের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করবেন এবং নতুন প্রকল্পের জন্য সুপারিশ প্রদান করবেন।
এই সেলের মাধ্যমে বিটিবি তার সেবা আরও উন্নত করতে পারবে এবং পর্যটন খাতে নতুন উদ্ভাবন ও উন্নয়ন আনতে সক্ষম হবে। এর ফলে, বাংলাদেশের পর্যটন খাত বিশ্বব্যাপী আরও জনপ্রিয় এবং প্রতিযোগিতামূলক হবে।

সহযোগিতা:

গবেষণা প্রতিষ্ঠান, একাডেমিক প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা।

নির্দেশক:

গবেষণা কার্যক্রম এবং নতুন পর্যটন কৌশল প্রণয়ন।

সূচক:

- গবেষণা সেলের মাধ্যমে প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্পের সংখ্যা
- একাডেমিক এবং শিল্প অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা
- গবেষণায় উদ্ভাবিত নতুন পর্যটন আকর্ষণ এবং সেবার সংখ্যা

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: ৩ মাস (অক্টোবর ২০২৫-ডিসেম্বর ২০২৫)

৩.৩ ট্যুরিজম এনালিটিক্স ও ইনোভেশন হাব স্থাপন

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের পর্যটন খাতে সঠিক তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে নতুন উদ্ভাবন এবং উন্নয়ন নিয়ে কাজ করার জন্য একটি ট্যুরিজম এনালিটিক্স ও ইনোভেশন হাব স্থাপন করা হবে। এই হাবটি পর্যটন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ, ডাটা এনালিস্ট, পরিসংখ্যানবিদ, এবং তথ্য-প্রযুক্তিবিদদের সমন্বয়ে গঠন করা হবে, যারা পর্যটন খাতের সব দিক থেকে ডেটা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, এবং ইনোভেটিভ সমাধান তৈরিতে সহায়ক হবে।

এই হাবের মূল উদ্দেশ্য হলো:

ডেটা এনালিটিক্স:
পর্যটন খাতের উন্নয়নমূলক তথ্য সংগ্রহ এবং সেগুলোর উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সুসংহত করা। যেমন—পর্যটকদের চলাচল, খরচ, আচরণ এবং প্রবণতা।

নতুন উদ্ভাবন (ইনোভেশন):
প্রযুক্তি এবং গবেষণার মাধ্যমে নতুন পর্যটন প্রকল্প ও সেবার সৃষ্টি করা।

পার্টনারশিপ:
প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ও ইনোভেশন স্টার্টআপগুলোর সাথে পার্টনারশিপ গড়ে তোলা, যাতে নতুন প্রযুক্তি ও সমাধান নিয়ে কাজ করা যায় এবং পর্যটন খাতকে ডিজিটাল ও আধুনিকীকরণ করা যায়।

ডাটা ড্রিভেন ইনিশিয়েটিভস:
পর্যটন ডেটা ব্যবহার করে নতুন ব্যবসায়িক মডেল এবং সেবা সৃষ্টি করা যা পর্যটকদের জন্য আরও আকর্ষণীয় হবে।

এই এনালিটিক্স ও ইনোভেশন হাব এর মাধ্যমে বিটিবি ডাটা অ্যানালাইসিস, ডিজিটাল ট্রেন্ডস, এবং টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশন ব্যবহার করে পর্যটন খাতের উন্নতি সাধন করবে এবং নতুন ধারণাগুলোর বাস্তবায়ন করবে।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি:

ম্যানেজড সার্ভিস পদ্ধতিতে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায়।

সহযোগিতা:

প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, ইনোভেশন হাব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

নির্দেশক:

ডেটা বিশ্লেষণ এবং উদ্ভাবনী প্রযুক্তি।

সূচক:

ডেটা বিশ্লেষণ এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে গৃহীত সিদ্ধান্তের সংখ্যা
নতুন উদ্ভাবন (প্রযুক্তি বা সেবা) যা বাস্তবায়িত হয়েছে
হাবের মাধ্যমে তৈরি হওয়া নতুন উদ্যোগ এবং ব্যবসায়িক মডেল

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: ৬ মাস (নভেম্বর ২০২৫-এপ্রিল ২০২৫)

৩.৪ ন্যাশনাল ইয়োথ ট্যুরিজম কাউন্সিল গঠন

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের পর্যটন খাতে যুবকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে পর্যটন সচেতনতা তৈরি, পর্যটন শিল্পে আগ্রহ বাড়ানো এবং নতুন সুযোগ সৃষ্টি করতে ন্যাশনাল ইয়োথ ট্যুরিজম কাউন্সিল গঠন করা হবে। এই কাউন্সিল যুবকদের জন্য পর্যটন সচেতনতা বৃদ্ধি, নতুন উদ্ভাবন এবং ক্যারিয়ার সুযোগ তৈরি করবে।

কাউন্সিলের কার্যক্রম:

যুবকদের জন্য পর্যটন পরিকল্পনা:
বিশেষ পরিকল্পনা তৈরি করা হবে যাতে তারা পর্যটন খাতে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে।

পর্যটন সচেতনতা ক্যাম্পেইন:
যুবকদের মধ্যে পরিবেশবান্ধব এবং দায়িত্বশীল পর্যটন চর্চার প্রচারণা চালানো হবে।

পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ:
যুবকদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালার আয়োজন করা হবে।

যোগাযোগ ও সহযোগিতা:
আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং ইভেন্টে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরি করা হবে।

স্থানীয় উদ্যোক্তা তৈরি:
যুবকদের জন্য পর্যটন খাতে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করা হবে।

এই কাউন্সিলটি দেশের পর্যটন খাতের ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সহযোগিতা:

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পর্যটন সংশ্লিষ্ট সংগঠন, দাতা সংস্থা।

পাইলটিং:

সুনামগঞ্জ।

নির্দেশক:

যুবকদের পর্যটন খাতে অংশগ্রহণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি।

সূচক:

যুবকদের জন্য তৈরি করা পর্যটন পরিকল্পনার সংখ্যা
প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের পর, যুবকদের মধ্যে কর্মসংস্থানের সংখ্যা
যুবকদের মাঝে পর্যটন সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তাদের সম্পৃক্ততা

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: ১ বছর (এপ্রিল ২০২৬-মার্চ ২০২৭)

৩.৫ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সহকারী পরিচালক পদে শুধুমাত্র ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে গ্রাজুয়েটদের নিয়োগের বিধান

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সহকারী পরিচালক পদে শুধুমাত্র ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে গ্রাজুয়েটদের নিয়োগের বিধান করা হবে । এজন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিটিবির নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রবিধানমালা সংশোধন করতে হবে। এটি বাস্তবায়িত হলে দেশের সরকারী-বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্যুরিজম ও হস্পিটালিটি বিষয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা দারুনভাবে অনুপ্রাণিত হবে। আবার বিটিবির

মাধ্যমে পর্যটন বিষয়ে পেশাদার বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা গড়ে তোলা সম্ভব হবে, যা দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সহযোগিতা:

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,লেজিসলেটিভ বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।

নির্দেশক:

বিশেষায়িত গ্রাজুয়েটদের নিয়োগ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ।

সূচক:

নিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্যে গ্রাজুয়েটদের অংশগ্রহণের হার।
ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট গ্রাজুয়েটদের নিয়োগের পর কর্মক্ষমতার মান।
বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পার্টনারশিপে তৈরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংখ্যা।

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: ১ বছর (নভেম্বর ২০২৫-অক্টোবর ২০২৬)

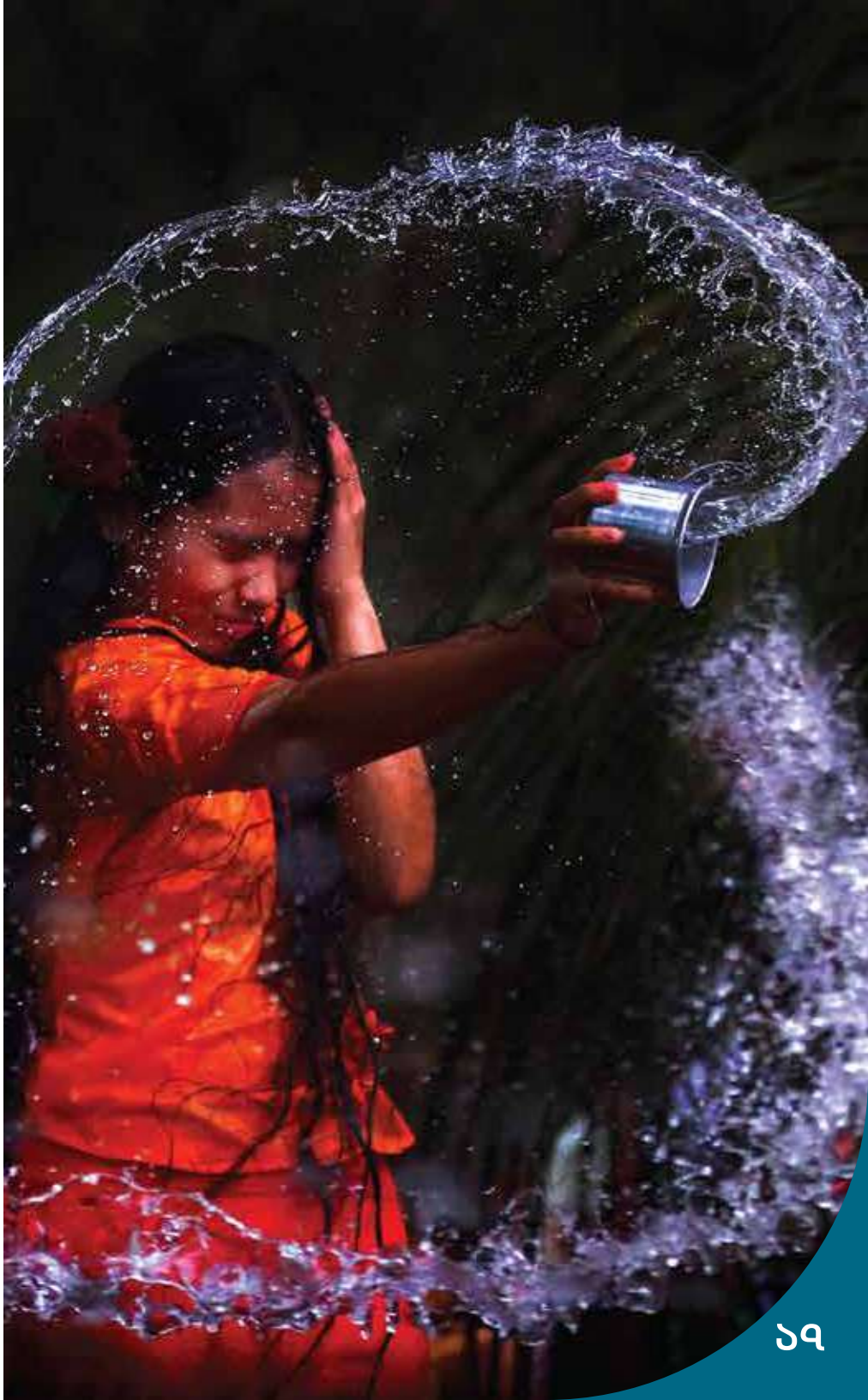

৪. পলিসি রিফর্ম (Policy Reform)

৪.১ পর্যটন শিল্পের সকল ক্ষেত্রে ননডিসক্রিমিনেটরি পলিসি

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের পর্যটন খাতে বৈচিত্র্য এবং সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য ননডিসক্রিমিনেটরি পলিসি প্রণয়ন করা হবে। এর মাধ্যমে, পর্যটন খাতের সকল স্তরে বৈষম্য মুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে, যাতে সকল পর্যটক, উদ্যোক্তা, কর্মী এবং প্রতিষ্ঠান সমান সুযোগ পেতে পারে।

এই ননডিসক্রিমিনেটরি পলিসির লক্ষ্য হলো:

সকল পর্যটকের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা:
দেশে কিংবা বিদেশি পর্যটকদের জন্য কোন ধরণের বৈষম্য তৈরি না হওয়ার জন্য পলিসি প্রণয়ন করা হবে।

সামাজিক অন্তর্ভুক্তি:
লাদেশের পর্যটন খাতে সকল সম্প্রদায় এবং জনগণের অংশগ্রহণ এবং সেবায় সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হবে, যা দেশের পর্যটন খাতের সার্বিক উন্নতি এবং সমৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।
পর্যটন আকর্ষণগুলোতে ভ্রমণের ক্ষেত্রে নারী বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন পর্যটকদের বৈষম্যের শিকার যেন না হতে হয় তা নিশ্চিত করা হবে।

এই ননডিসক্রিমিনেটরি পলিসি বাস্তবায়িত হলে, বাংলাদেশে পর্যটন খাতে সকলের জন্য সমান সুযোগ এবং উন্নতির পথ সুগম হবে, এবং এটি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের পর্যটন খাতের সম্মান বৃদ্ধি করবে।

সহযোগিতা:

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, বেসরকারি খাত।

নির্দেশক:

পর্যটন খাতে বৈষম্য মুক্ত পরিবেশ।

সূচক:

পর্যটকদের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।
বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বা নারী পর্যটকদের প্রতি বৈষম্যের পরিমাণ।
সামাজিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা (এছাড়া স্থানিক সম্প্রদায়)।

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: ১ বছর ৬ মাস (জানুয়ারী ২০২৬-জুন ২০২৭)

৪.২ পর্যটন শিল্পের জন্য প্রযোজ্য স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড পলিসি

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের পর্যটন খাতে দক্ষ জনবল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তবে এ খাতে দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। এই সমস্যা সমাধানে, পর্যটন শিল্পে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একটি স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড পলিসি প্রণয়ন করা হবে।

পলিসির মূল উদ্দেশ্য:

দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের জন্য একটি নির্দিষ্ট ফান্ড গঠন করা হবে, যা কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং নতুন দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করবে।

প্রধান উপাদানগুলো:

ফান্ড প্রতিষ্ঠা:
পর্যটন খাতে কর্মী উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের জন্য সরকারি, বেসরকারি এবং দাতা সংস্থার সহায়তায় একটি ফান্ড তৈরি হবে।

প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন:
ট্যুরিজম, হসপিটালিটি, গাইড সার্ভিস, হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদিতে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম চালানো হবে।

ফান্ডের সুবিধাভোগী:
ট্যুর অপারেটর, গাইড, হোটেল স্টাফ এবং পর্যটন উদ্যোক্তা এই ফান্ড থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাবেন।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গে সহযোগিতা:
বিশ্ববিদ্যালয় এবং ট্রেনিং সেন্টারের সাথে পার্টনারশিপ গড়া হবে।
অর্থায়ন সুবিধা:
ফান্ডের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।
নিরীক্ষণ এবং মূল্যায়ন:
ফান্ডের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করা হবে, যাতে এটি সঠিকভাবে পরিচালিত হয়।

এই পলিসির বাস্তবায়ন হলে, বাংলাদেশে পর্যটন খাতের দক্ষ জনবল তৈরি হবে এবং সেবার মান বৃদ্ধি পাবে, যা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

সহযোগিতা:

অর্থ বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বেসরকারি খাত, আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা, পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান।

নির্দেশক:

দক্ষ জনবল তৈরি এবং প্রশিক্ষণ সুযোগ।

সূচক:

ফান্ডের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ব্যক্তির সংখ্যা
স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য বরাদ্দ ফান্ডের পরিমাণ
প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের কার্যকারিতা পর্যালোচনার পর উন্নতি

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: ২ বছর (সেপ্টেম্বর ২০২৫- অগাস্ট ২০২৭)

৪.৩ পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগ প্রণোদনা নীতি

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের পর্যটন খাতে উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের জন্য বিদেশী ও দেশীয় বিনিয়োগ আকর্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে, পর্যটন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য একটি কার্যকরী নীতি প্রণয়ন করা হবে, যা বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

নীতির প্রধান উপাদানগুলো:

ট্যাক্স ছাড় এবং প্রণোদনা:
বিনিয়োগকারীদের জন্য কর অবকাশ ও বিশেষ কর সুবিধা প্রদান করা হবে, যেমন—নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আয়কর ছাড়।
বিনিয়োগ ক্ষেত্রের বিস্তৃতি:
হোটেল, রিসোর্ট, ট্যুর অপারেশন, এবং সাংস্কৃতিক পর্যটন খাতে বিনিয়োগের জন্য উৎসাহিত করা হবে, বিশেষ করে ইকো এবং গ্রিন ট্যুরিজম।
ঋণ সুবিধা:
কম সুদের হার বা বিনিয়োগ ঋণ সুবিধা প্রদান করা হবে, যাতে নতুন ব্যবসা শুরু করতে সহায়তা হয়।
ইনসেনটিভ প্যাকেজ:
বড় পর্যটন প্রকল্পের জন্য বিশেষ ইনসেনটিভ প্যাকেজ প্রদান করা হবে।
প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ সেবা:
বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং পরামর্শ সেবা প্রদান করা হবে।
অবকাঠামোগত সুবিধা:
পর্যটন খাতে বিনিয়োগের জন্য প্রাসঙ্গিক অবকাঠামো উন্নত করা হবে।

এই নীতি বাস্তবায়িত হলে, বাংলাদেশের পর্যটন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, যা খাতের স্থিতিশীলতা এবং সেবার মান উন্নত করবে।

সহযোগিতা:

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ ও এনবিআর, দাতা সংস্থা।

নির্দেশক:

বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং সাশ্রয়ী পরিবেশ।

সূচক:

ট্যাক্স ছাড় ও প্রণোদনা গ্রহণকারী বিনিয়োগকারীর সংখ্যা
নতুন পর্যটন প্রকল্পের সংখ্যা
আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের আগমন বৃদ্ধি

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: ১ বছর (এপ্রিল ২০২৬-মার্চ ২০২৭)

৪.৪ পর্যটক সুরক্ষা নীতিমালা

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের পর্যটন খাতে পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পর্যটক সুরক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। এই নীতিমালার মাধ্যমে পর্যটকদের জন্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সেবা, এবং জরুরি সেবা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

মূল উপাদানগুলো:

সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা:
পর্যটন স্থানে পর্যটন পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতি থাকবে।
জরুরি সেবা:
হটলাইন ও জরুরি সেবা ২৪/৭ পাওয়া যাবে।
স্বাস্থ্য সুরক্ষা:
স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা।
নিরাপদ পরিবহন:
পর্যটকদের জন্য নিরাপদ পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।
নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ:
গাইড এবং ট্যুর অপারেটরদের সুরক্ষা প্রশিক্ষণ প্রদান।
এই নীতিমালার মাধ্যমে পর্যটন খাতে সুরক্ষা বৃদ্ধি পাবে এবং আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আস্থা তৈরি হবে।

সহযোগিতা:

বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট পুলিশ, স্থানীয় প্রশাসন, দাতা সংস্থা

নির্দেশক:

পর্যটকদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ।

সূচক:

পর্যটক সুরক্ষা হটলাইনে গৃহীত কলের সংখ্যা
পর্যটন স্থানে নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতি বৃদ্ধি
পর্যটকদের নিরাপত্তা প্রশিক্ষণের পরিমাণ

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: ৬ মাস (সেপ্টেম্বর ২০২৫-মার্চ ২০২৬)

৪.৫ পর্যটন খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পিপিপি গাইডলাইন

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের পর্যটন খাতে উন্নয়ন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) একটি কার্যকরী মডেল হতে পারে। এই গাইডলাইনটি সরকারি এবং বেসরকারি খাতের যৌথ উদ্যোগ নিশ্চিত করার জন্য তৈরি করা হবে, যা বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং নতুন প্রকল্পের বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

পিপিপি গাইডলাইনের প্রয়োজনীয়তা:

বিশেষ খাতের চাহিদা:
পর্যটন খাতের প্রকল্পের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, যেমন বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক, যা সাধারণ পিপিপি মডেল দ্বারা কাভার করা সম্ভব নয়।
বিনিয়োগ সুবিধা:
বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য কর ছাড়, ট্যাক্স অবকাশ এবং বিশেষ অর্থায়ন সুবিধা প্রয়োজন।

ঝুঁকি ও লাভ বণ্টন:
সরকারি এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে সুষম ঝুঁকি ভাগাভাগি এবং লাভের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা।
আইনি কাঠামো:
প্রকল্প বাস্তবায়নে আইনি সহায়তা এবং তদারকি ব্যবস্থা গঠন করা।

এই গাইডলাইন বাস্তবায়ন হলে, পর্যটন খাতে দ্রুত উন্নয়ন ঘটবে এবং আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়বে।

সহযোগিতা:
পিপিপি কর্তৃপক্ষ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, দাতা সংস্থা।

নির্দেশক:
পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি।

সূচক:
- পিপিপি মডেলের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা
- যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে লাভের পরিমাণ
- বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বিশ্বাস এবং অংশগ্রহণের হার

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: ৬ মাস (অক্টোবর ২০২৫- এপ্রিল ২০২৬)

৪.৬ দায়িত্বশীল পর্যটন উৎসাহিতকরণ নীতি ও এসওপি

প্রেক্ষাপট:
বাংলাদেশের পর্যটন খাতে পরিবেশ, সমাজ এবং সংস্কৃতির প্রতি দায়িত্বশীল মনোভাব তৈরি করতে দায়িত্বশীল পর্যটন উৎসাহিতকরণ নীতি ও এসওপি প্রণয়ন করা হবে। এর মাধ্যমে পর্যটকদের জন্য দায়িত্বশীল ভ্রমণ আচরণ এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা হবে।

মূল উপাদানগুলো:
পরিবেশবান্ধব পর্যটন:
পর্যটকদের প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে গুরুত্ব দেওয়া হবে।
স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা:
পর্যটকদের স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে উৎসাহিত করা হবে।
টেকসই পর্যটন চর্চা:
টেকসই পর্যটন পদ্ধতি অনুসরণ করে উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে, যাতে পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে।
দায়িত্বশীল ভ্রমণ আচরণ:
পর্যটকদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা এবং প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
এসওপি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোসিডিওর):
দায়িত্বশীল পর্যটন বাস্তবায়নের জন্য একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করা হবে।

এই নীতি বাস্তবায়িত হলে, বাংলাদেশে টেকসই পর্যটন বৃদ্ধি পাবে, যা দেশের পরিবেশ সুরক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক হবে।

সহযোগিতা:
পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় প্রশাসন, পর্যটন খাতের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান।

নির্দেশক:
পরিবেশ এবং সংস্কৃতি সম্মত পর্যটন চর্চা।

সূচক:
- পরিবেশবান্ধব পর্যটন প্রকল্পের সংখ্যা।
- স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল পর্যটকদের অংশগ্রহণের হার।
- টেকসই পর্যটন চর্চার প্রচারের সংখ্যা।

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: ১ বছর (সেপ্টেম্বর ২০২৫- আগস্ট ২০২৬)

৪.৭ পর্যটন ধারণক্ষমতা নির্ধারণ নীতি ও এসওপি

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের পর্যটন খাতে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে, পর্যটন ধারণক্ষমতা নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে, পরিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে যেমন সেইন্ট মার্টিন, হাওর, কুয়াকাটা, সুন্দরবন ইত্যাদিতে পর্যটন চাপ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

নীতির মূল উপাদানগুলো:

ধারণক্ষমতা নির্ধারণ:
প্রতিটি পর্যটন স্থানের ধারণক্ষমতা নির্ধারণ করা হবে, যা পর্যটক সংখ্যা, পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং স্থানীয় জনগণের ওপর প্রভাবের ভিত্তিতে হবে।

বার্ষিক ও মওসুম ভিত্তিক পর্যটন পরিকল্পনা:
স্থানভিত্তিক সঠিক পর্যটক সংখ্যা নির্ধারণের মাধ্যমে পরিবেশে নেতিবাচক প্রভাব কমানো হবে।

পর্যটন সেবা প্রণালী:
পরিবহন, হোটেল সেবা এবং নিরাপত্তার জন্য এসওপি তৈরি করা হবে, যা ধারণক্ষমতার ভিত্তিতে সেবা প্রদান করবে।

জরিপ, মনিটরিং, ফিডব্যাক ও মূল্যায়ন:
পরিবেশগত জরিপ ও মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা হবে, যাতে কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং ফিডব্যাকের মাধ্যমে পর্যটন ব্যবস্থাপনা উন্নত করা যায়।

এই নীতি ও এসওপি বাস্তবায়িত হলে, পর্যটন স্থানগুলোর পরিবেশ সুরক্ষা সম্ভব হবে এবং টেকসই পর্যটন নিশ্চিত হবে।

সহযোগিতা:

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় প্রশাসন, পর্যটন খাতের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা।

পাইলটিং:

সুন্দরবন।

নির্দেশক:

পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পর্যটন স্থানগুলোর স্থিতিশীলতা।

সূচক:

নির্ধারিত ধারণক্ষমতার ভিত্তিতে পর্যটকদের সংখ্যা
স্থানিক পরিবেশের ওপর পর্যটন চাপের প্রভাব পর্যবেক্ষণ
ধারণক্ষমতা অনুযায়ী পরিকল্পিত পর্যটন সেবা কার্যক্রম

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: ২ বছর (সেপ্টেম্বর ২০২৫- আগস্ট ২০২৭)

৪.৮ শীর্ষ ৫০ রাঙ্কিং অনুযায়ী ই-ভিসা/ অনলাইন ভিসা চালুকরণ

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের পর্যটন খাতে বিদেশি পর্যটকদের আগমন বৃদ্ধি এবং সহজ ভিসা প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে ই-ভিসা সিস্টেম চালু করা হবে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে বিশ্বের শীর্ষ ৫০ রাঙ্কিং অনুসারে দেশগুলোর নাগরিকদের জন্য ভিসা আবেদন সহজ এবং দ্রুততর হবে।

মূল উপাদানগুলো:

ই-ভিসা সিস্টেম:
সহজ, দ্রুত এবং নিরাপদ অনলাইন ভিসা আবেদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদন নিশ্চিত করা হবে।

শীর্ষ ৫০ রাঙ্কিং দেশ:
এই দেশের নাগরিকদের জন্য ই-ভিসা প্রক্রিয়া সহজ এবং দ্রুত করা হবে।

ভিসা আবেদন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা:
পর্যটকরা অনলাইনে ভিসার স্ট্যাটাস এবং অন্যান্য তথ্য জানতে পারবেন।

টেকসই এবং নিরাপদ ভিসা ব্যবস্থা:
নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সিস্টেমে দুর্নীতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকবে।

বিশ্বস্ততা বৃদ্ধি:
ই-ভিসা সিস্টেমের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভিসা প্রক্রিয়া আরও বিশ্বস্ত এবং আকর্ষণীয় হবে।

এই সিস্টেম চালু হলে, বাংলাদেশের পর্যটন খাতে বিদেশি পর্যটকদের আগমন বাড়বে এবং ভ্রমণ প্রক্রিয়া সহজ হবে।

সহযোগিতা:

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

নির্দেশক:

ই-ভিসা ব্যবস্থার মাধ্যমে ভিসা প্রক্রিয়া দ্রুত এবং সহজ করা।

সূচক:

ই-ভিসা সিস্টেম ব্যবহারকারীর সংখ্যা
শীর্ষ ৫০ দেশের নাগরিকদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়ার গড় সময়
অনলাইন ভিসা আবেদনকারীদের সন্তুষ্টির পরিমাণ

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: ৬ মাস (অক্টোবর ২০২৫-এপ্রিল ২০২৬)

৪.৯ ইকো ট্যুরিজম, কমিউনিটি বেজড ট্যুরিজম ও হোমস্টে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে এসএমই লোন ও প্রণোদনা নীতি

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের পর্যটন খাতের উন্নয়ন এবং স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে, ইকো ট্যুরিজম, কমিউনিটি বেজড ট্যুরিজম এবং হোমস্টে-এর মতো টেকসই পর্যটন উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে এসএমই লোন ও প্রণোদনা নীতি প্রণয়ন করা হবে।

মূল উপাদানগুলো:

এসএমই লোন সুবিধা:
ইকো ট্যুরিজম, কমিউনিটি বেজড ট্যুরিজম এবং হোমস্টে প্রতিষ্ঠার জন্য কম সুদের এসএমই লোন দেওয়া হবে, যাতে উদ্যোক্তারা সহজে প্রকল্প শুরু করতে পারেন।

প্রণোদনা প্যাকেজ:
পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই উদ্যোগের জন্য বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ তৈরি করা হবে।

টেকসই উন্নয়ন উৎসাহিতকরণ:
পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি, স্থানীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং কমিউনিটি এনগেজমেন্ট নিশ্চিত করা হবে।

বিনিয়োগকারীদের জন্য অনুপ্রেরণা:
কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন এবং হোমস্টে খাতে বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হবে।

স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ:
স্থানীয় উদ্যোক্তা এবং কমিউনিটির জন্য নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে।

এই নীতি বাস্তবায়িত হলে, বাংলাদেশের ইকো ট্যুরিজম, কমিউনিটি বেজড ট্যুরিজম এবং হোমস্টে খাতের বিকাশ এবং স্থানীয় জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

সহযোগিতা:

এসএমই ফাউন্ডেশন, দাতা সংস্থা।

পাইলটিং:

শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার/ বান্দরবান।

নির্দেশক:

স্থানীয় উদ্যোক্তা এবং কমিউনিটির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি।

সূচক:

এসএমই লোন গ্রহণকারী উদ্যোক্তার সংখ্যা
ইকো ট্যুরিজম, কমিউনিটি বেজড ট্যুরিজম এবং হোমস্টে প্রকল্পের সংখ্যা
স্থানীয় সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থান এবং আয় বৃদ্ধি

মূল বাস্তবায়নকারী: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাস্তবায়ন সময়কাল: ১ বছর (সেপ্টেম্বর ২০২৫-আগস্ট ২০২৬)

উপসংহার:

এই সংস্কার প্রস্তাবগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন হলে, বাংলাদেশের পর্যটন খাতে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন সম্ভব হবে। পর্যটন সেবা, অবকাঠামো, এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে, বাংলাদেশের পর্যটন খাত বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করবে এবং বিদেশি পর্যটকদের আগমন বাড়বে। পাশাপাশি, এই সংস্কার প্রস্তাবগুলোর মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্থানীয় কর্মসংস্থান এবং সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। এই উদ্যোগগুলো টেকসই পর্যটন নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে, যা দেশের পরিবেশ এবং সামাজিক কাঠামোর প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে।

পাইলট উদ্যোগ:

হাওর অঞ্চলে দায়িত্বশীল পর্যটন পাইলট প্রকল্প: পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষায় টেকসই সমাধান

বাংলাদেশের হাওর অঞ্চল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং জীববৈচিত্র্যের জন্য বিখ্যাত। এটি রামসার সাইট এবং অতিথি পাখির জন্য গুরুত্বপূর্ণ আশ্রয়স্থল। তবে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পর্যটনের বৃদ্ধি, বিশেষ করে হাউসবোটের মাধ্যমে, পরিবেশের উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করেছে। এই বৃদ্ধির ফলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সমস্যাটি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাউসবোট থেকে উৎপন্ন বর্জ্য সরাসরি হাওরের পানিতে নিষ্কাশিত হচ্ছে, যা পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য বিপজ্জনক।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং শাসনগত দুর্বলতার কারণে এই সমস্যাগুলো আরও তীব্র হচ্ছে। একদিকে পর্যটন বৃদ্ধি অর্থনৈতিক সুবিধা দেয়, তবে অপরদিকে এর নেতিবাচক প্রভাব দীর্ঘমেয়াদে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য টেকসই পর্যটন এবং পরিবেশ সুরক্ষার জন্য একটি নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে: হাওর অঞ্চলে দায়িত্বশীল পর্যটন পাইলট প্রকল্প।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো হাওর অঞ্চলের জন্য একটি টেকসই পর্যটন মডেল তৈরি করা, যা পরিবেশগত এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে দীর্ঘমেয়াদী ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। প্রকল্পটি হাওর অঞ্চলে দায়িত্বশীল পর্যটন চর্চা গড়ে তোলার মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ দূষণ রোধ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহায়ক হবে।

সংস্কার উদ্যোগ

এ প্রকল্পের প্রথম উদ্যোগ হলো বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম চালু করা, যা হাউসবোট এবং পর্যটন স্থান থেকে উৎপন্ন পয়ো ও সাধারণ বর্জ্য সুষ্ঠু সংগ্রহ, পৃথকীকরণ এবং নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবে। এর পাশাপাশি, পরিবেশ দূষণ রোধ এবং জলজ পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

অতিথি পাখিদের আশ্রয়স্থল এবং রামসার সাইট রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি, প্লাস্টিক বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ এবং রাসায়নিক বর্জ্যের নিরাপদ নিষ্পত্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। এছাড়া, দায়িত্বশীল পর্যটন চর্চা প্রসারের জন্য পর্যটকদের সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

অংশীজনদের সম্পৃক্তকরণ

এই প্রকল্পে হাউসবোট মালিক, স্থানীয় প্রশাসন, পর্যটক, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, এবং পরিবেশ কর্মীসহ বিভিন্ন অংশীজনদের সম্পৃক্ত করা হবে। তারা তাদের অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতা ব্যবহার করে প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে অবদান রাখবে। স্থানীয় সরকার এবং প্রশাসন পর্যটন ব্যবস্থা ও আইনগত তদারকি করবে, যাতে প্রক্রিয়াগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

পাইলট প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা

প্রকল্পের প্রথমে সুনামগঞ্জ জেলার হাওর এলাকার নির্বাচিত হাউসবোটগুলিতে এই পাইলট প্রকল্পটি চালু করা হবে। প্রাথমিকভাবে ১০টি হাউসবোট নির্বাচন করা হবে এবং তাদের জন্য কালার কোডেড বর্জ্য বিন, বর্জ্য সংগ্রহ কেন্দ্র, এবং বর্জ্য নিষ্পত্তি ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে। এরপর, উপযোগী প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করে হাউসবোট মালিক ও কর্মচারীদের জন্য দায়িত্বশীল পর্যটন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

পরিমাপযোগ্য ফলাফল

পাইলট প্রকল্পের পরিমাপযোগ্য ফলাফলগুলোর মধ্যে বর্জ্য হ্রাস, জলের গুণমান বৃদ্ধি, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, এবং পর্যটকের সচেতনতা বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এসব ফলাফলগুলি প্রকল্পের সাফল্য পরিমাপ করতে এবং সমর্থন নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।

টেকসইকরণ কৌশল

এই প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য, স্থানীয় জনগণ এবং সরকারি সংস্থাগুলির সঙ্গে অংশীদারত্ব গড়ে তোলা হবে। প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ে সফলতা অর্জন হলে, এটি বৃহত্তর পরিসরে সম্প্রসারণ করা হবে এবং হাওর অঞ্চলের অন্যান্য স্থানেও এর কার্যক্রম বিস্তৃত করা হবে।

উপকারিতা

প্রকল্পটি শুধু পরিবেশের জন্যই নয়, স্থানীয় সম্প্রদায় ও হাওর পর্যটন খাতের জন্যও ইতিবাচক হবে। পর্যটন খাতের দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা এবং প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে দায়িত্বশীল পর্যটন এবং পরিবেশ সুরক্ষার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা হবে। এর মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের জীবিকা বৃদ্ধি পাবে এবং টেকসই পর্যটন মডেল তৈরির জন্য একটি বাস্তবসম্মত ও কার্যকর দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে।

উপসংহার

এই পাইলট প্রকল্পটি হাওর অঞ্চলে টেকসই পর্যটন ও পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে। এটি শুধু হাওর অঞ্চলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করবে না, বরং বাংলাদেশের পর্যটন খাতে এক নতুন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করবে, যা অন্য অঞ্চলগুলোতেও সম্প্রসারিত করার সুযোগ থাকবে।

118th Senior Staff Course

Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership

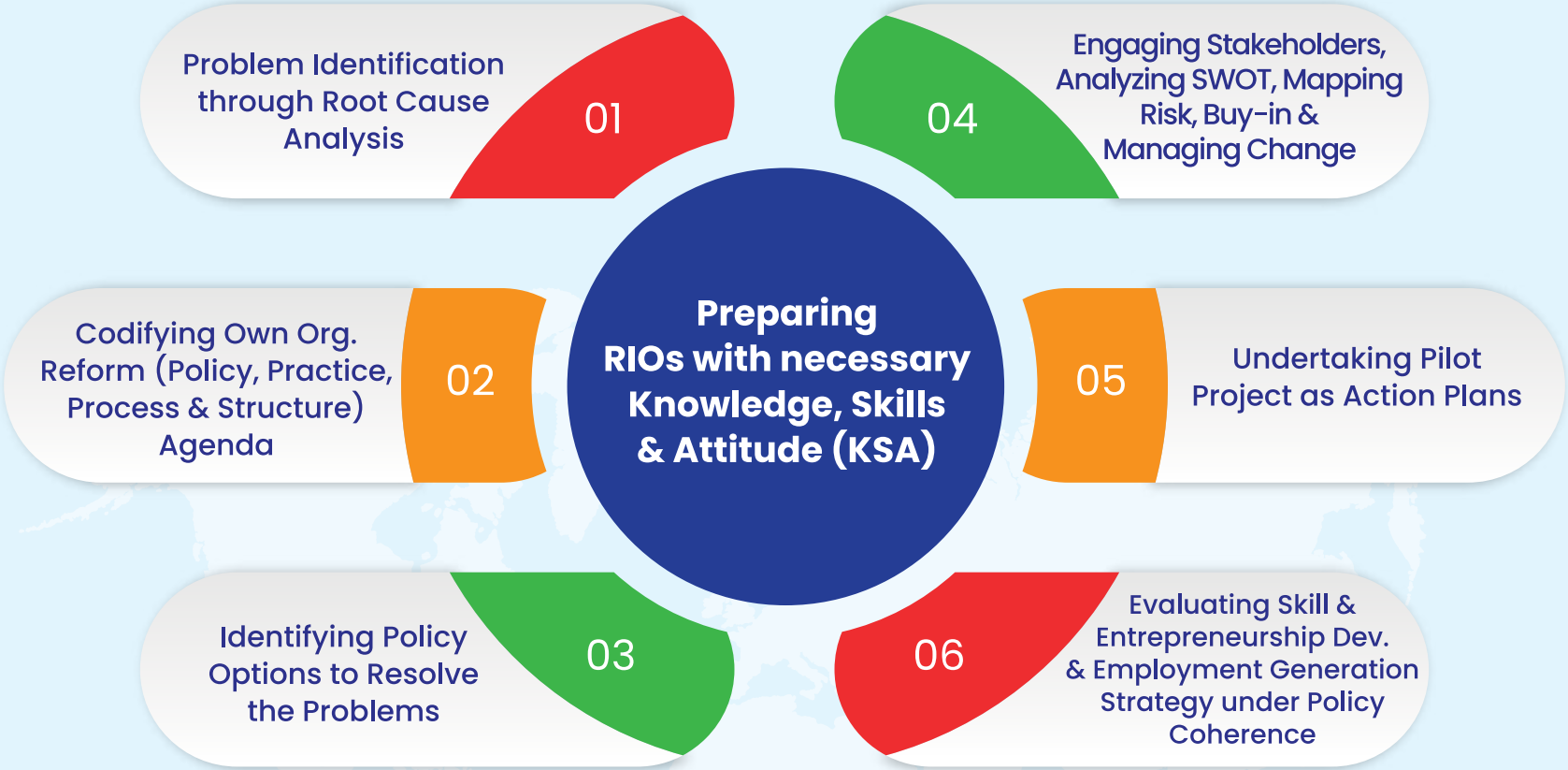

"A civil servant's signature is not power—it is responsibility"

BPATC

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড